নাটকের রস বিচার ঃ রস পরিণতি—ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা

নীল-দর্পণ নাটকের পরিণতি বিষাদান্তক হলেও নাট্যকার এটিকে যথার্থ অর্থে ট্র্যজেডি নাটকের রুপ দিতে পারেন নি। নাটকে বেশ কয়েকটি মৃত্যু দৃশ্য আছে, এগুলি সাময়িক বেদনা সৃষ্টি করলেও করুণরস সঞ্চায়ক হয়নি। ট্রাজেডি করুণ রসাত্মক নাটক। এই নাটকে গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যুসহ পরিবারের নানা বিপর্যয় চিত্র যা দৃশ্যমান হয়েছে, তার সবটাই প্রায় অন্ধ অমোঘ নিয়তি তাড়িত ঘটনা। এক্ষেত্রে নায়কের কোন প্রত্যক্ষ দোষ—তাঁর চরিত্রগত বিশেষ সীমাবদ্ধতা নাট্যকার তুলে ধরেননি। বস্তুতঃ এই নাটকে নবীনমাধব অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও, প্রকৃত নায়ক হয়ে ওঠেনি। তাই নায়ক চরিত্রের যে ছিদ্রপথ দিয়ে নায়কের তথা নাটকের ট্রাজেডি বা বিষাদান্তক পরিণতি ঘটে, তা বাস্তবে পরিস্ফুট হয়নি।

য়ুরোপীয় নাটকে ট্র্যাজেডি দুই রকম—(১) গ্রীক ট্র্যাজেডি ও (২) সেক্সপীরীয় বা রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির উদ্ভব গ্রীসদেশে ডায়োনিসাস, দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য, সমবেত কণ্ঠে যে স্ত্রোত্র আবৃত্তি করা হোত তা থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। এই ট্র্যাজেডিতে স্থান-কাল ও গঠনগত ঐক্য—এই তিনটির প্রাধান্য

ছিল। তিনজন গ্রীক নাট্যশিল্পী—ঈস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস। পরবর্তীকালে অ্যারিস্তোতল, তাঁর পোয়েটিকস্' গ্রন্থে সবিস্তারে ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্তক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ, বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে চেতনা ও উচ্চ কাব্যরস সমৃদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ট্র্যাজেডির ধারার পরিবর্তন ঘটায়। সেক্সপীয়র এই পরিবেশে আবির্ভূত হন। সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক-নায়িকাদের স্বকীয়তা আছে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক তাঁরা, শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন হৃদয়বোধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, চরিত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন আতিশয্য বা ত্রুটির জন্য, পরিণামে বিষাদান্তক পরিণতির শিকার হন। পক্ষান্তরে, গ্রীক নাটকের নায়কেরা অকারণে বা দৈববশে, আকস্মিক কোন ঘটনার আবর্তে অজ্ঞেয় অন্ধ-ক্রুর নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত হন। নায়ক এখানে নিয়তির হাতে ক্রীড়ণক মাত্র, তাঁর পৌরুষ তাঁর শৌর্য-বীর্য এখানে সবই ব্যর্থ। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক অসাধারণ বলবীর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের রন্ধ্রপথে কতকগুলি দোষ-ত্রুটির প্রবেশ করে, যার ফলে সর্বনাশা বিষাদান্তক পরিণাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। নায়ক নিজেই ফলতঃ তাঁর পরিণতির জন্য দায়ী হন।

'নীল-দর্পণে' ট্রাজেডির উপকরণ আছে। অসহায় প্রজাদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্মম অত্যাচার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। বসু ও সাধুচরণ রাইচরণ পরিবারের বিপর্যয় নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নীলকরদের চক্রান্ত ও মিথ্যা মামলায় গোলোক বসুর হাজত বাস ও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, উডের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নীলকরদের লাঠিয়ালদের আঘাতে নবীনমাধবের মাথায় আঘাত, রক্তক্ষরণ, মৃত্যু। স্বামীপুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে জননী সাবিত্রীর মানসিক ভারসাম্যের অভাব, পুত্রবধু সরলতাকে হত্যা, পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা ও মৃত্যু। বসু পরিবারের এই শোকাবহ ঘটনার পাশাপাশি সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি রোগ সাহেব কর্তক ধর্ষিতা ও লাঞ্ছনার ফলস্বরুপ গর্ভপাত হেতু অকাল মৃত্যু—এই পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা নাটকটিকে গভীর কারুণ্যে ভারাক্রান্ত করলেও, যথার্থ ট্র্যাজেডি হতে পারেনি। কারণ মৃত্যু ট্র্যাজেডির শেষ কথা নয়, জীবনের সকল সম্ভাবনার শোকাবহ অপচয়ের কারুণ্য ট্র্যাজেডির উৎস।

নীল-দর্পণ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নবীনমাধবের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের যে অনমনীয় সংলাপ ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয়, তার একান্ত অভাব আছে। তাঁর চরিত্রে নৈতিক ও অপরাপর গুণাবলী বিদ্যমান। তিনি প্রজাহিতৈষী, তাদের দুঃখ বেদনায় পাশে দাঁড়ান। নীলকরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি চলে যেতে পারেননি, প্রজাদের কথা ভেবে। সাধু রাইচরণের ফসলের জমিতে উড দাগ দিয়ে দাদন নেবার জন্য বাধ্য করতে উদ্যত হলে, নবীন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাধুর কন্যা ক্ষেত্রমণিকে তোরাপের সাহায্যে রোগ সাহেবের কুঠি থেকে উদ্ধার করেছে প্রভৃতি ঘটনা থেকে নবীনের মহানুভবতার, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেলেও ট্র্যাজেডির নায়কের অনমনীয় সংকল্পদৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফলে নাটকের অঙ্গীরস করুণ হলেও ট্র্যাজেডি হয়নি। পরিবর্তে নাটকের পাঁচ পাঁচটি অবাঞ্ছিত মৃত্যুদৃশ্য কার্যতঃ কোন কার্যকারণ সূত্রে বিধৃত নয়। পাঁচটি জীবনের অপচয় মর্মান্তিক হলেও,

তা নায়ক চরিত্রের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা জনিত, কার্যকারণ সুত্রে আবদ্ধ ঘটনার পরিণতি নয়। তাই নীল-দর্পণ রোমক নাট্যকার সেনেকার নাটকের লোমহর্ষক বিভীষিকা (horror) ও অতি নাটকীয় ঘটনার বাহুল্যে মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর সমারোহে করুণরসের আতিশয্য নাট্যকারের শিল্পবোধের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছে। ফলে অতিনাটকীয় পরিণতি অনিবার্য হয়েছে। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোড্রামার পার্থক্য হোল "It tended to become increasingly more sensational" নাটকের শেষ দৃশ্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপ কারুণ্য সঞ্চারী হলেও অযথা অসংযত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।